



## Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 101 - 107

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: [info@tirj.org.in](mailto:info@tirj.org.in)

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

# সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং তাঁর ব্যতিক্রমী গোয়েন্দা সিরিজ : ‘কাকাবাবু’

সুরেন্দ্র নাথ দে

গবেষক, বাংলা বিভাগ

সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ (কলকাতা)

Email ID : [deysurendra17@gmail.com](mailto:deysurendra17@gmail.com)

Received Date 25. 06. 2025

Selection Date 20. 07. 2025

### Keyword

কাকাবাবু ও সন্তু,  
রাজা রায়চৌধুরী,  
সুনীল ও কাকাবাবু,  
অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি,  
কাকাবাবু চরিত্র,  
ব্যতিক্রমী গোয়েন্দা চরিত্র।

### Abstract

সারা বিশ্বের সকল শ্রেণীর পাঠকদের কাছে গোয়েন্দা সাহিত্যের জনপ্রিয়তা প্রশ্নাতীত হলেও গোয়েন্দা তথা রহস্য-রোমাঞ্চধর্মী সাহিত্যকে মূলধারার সাহিত্যের পাশে একাসনে স্থান দিতে সংকোচ বোধ করেন অনেক সাহিত্যিক-সমালোচক। তবু উল্লেখ্য সেই সাহিত্যিক-সমালোচকদের একপ্রকার তোয়াক্কা না করেই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের হাতে রচিত হয়েছে বিখ্যাত সব গোয়েন্দা চরিত্রের। বাংলা সাহিত্যের সেরকমই একটি প্রসিদ্ধ গোয়েন্দা চরিত্র হল কাকাবাবু ওরফে রাজা রায়চৌধুরী। রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এই চরিত্রটির রচয়িতা। পাঠকের অত্যন্ত পছন্দের এই গোয়েন্দা-কাকাবাবুর চরিত্রের নানা উল্লেখযোগ্য দিক; পেশাদার গোয়েন্দা, আর্মচেয়ার গোয়েন্দা, শখের গোয়েন্দাদের পাশে কাকাবাবু কোথায় আলাদা, তিনি কি আদৌ গোয়েন্দা নাকি শুধুই অ্যাডভেঞ্চারার, চরিত্রটি সৃষ্টির পিছনে লেখকের মনে কী জাতীয় উৎস এবং প্রেরণা ক্রিয়াশীল ছিল, আর পাঁচটা রহস্য-রোমাঞ্চধর্মী গল্পের তুলনায় নতুন কোন বার্তা বা জীবনবোধের কথা নিয়ে আসে কাকাবাবুর গল্প-উপন্যাসগুলি, চরিত্রটির সৃষ্টি ও স্রষ্টা কোথায় এক হয়ে গিয়েছেন, দুজনের চারিত্রিক এবং মানস গঠনে কোনো সাজুয়া দেখা যায় কিনা প্রভৃতি প্রশ্নগুলিই আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে আলোচ্য প্রবন্ধে।

### Discussion

যদি বলা হয় গোয়েন্দা গল্প সর্বদেশের সর্বভাষার সাহিত্যের একটি জনপ্রিয়তম সাহিত্যশাখা এবং জন্মলগ্ন থেকেই এর আলো-আঁধারি, রহস্য-রোমাঞ্চের পরিবেশ সববয়সী পাঠকদের মোহিত করেছে অত্যন্ত অনায়াসে – তাহলে বোধহয় সকলেই একমত হবেন; কিন্তু সেই গোয়েন্দা গল্পের সাহিত্যিক মূল্য কতটুকু, সেই গোয়েন্দা গল্পে সামাজিক উপকরণ, মানবিক উপাদান, জীবনবোধের বিস্তার কতটুকু—এ নিয়ে তর্কের শেষ নেই। অনেক উল্লেখ্য সাহিত্যিক-সমালোচকদের কাছে গোয়েন্দা গল্প বিশুদ্ধ সাহিত্যের সবচেয়ে জাতে ছোট একটি সাহিত্যশাখা। কারণ গোয়েন্দা গল্পের “উৎস প্রায়শই

একটি খুন, একটি অর্থলোভ বা ঐরকম কিছু। শেষ পর্যন্ত অপরাধী শনাক্ত হয়, গোয়েন্দা সকলকে ফিরিয়ে দেয় স্বাভাবিক, সুস্থ জীবন। গোয়েন্দা গল্পের ছকটা এইরকমই। অথচ আমাদের পরিচিত প্রতিবেশী যেখানে আপাত-সুখী জীবনযাপন করে, সেখানে সেই জীবনের ভেতরে ভেতরে সম্পর্কের মধ্যেই সম্পর্কহীনতার একটা চোরাশ্রোত বইছে, কখনও বা সেখানে অগ্ন্যুৎপাতের সম্ভাবনা সর্বদাই ধকধক করছে, এমন খবর গোয়েন্দা গল্প রাখে না।<sup>১</sup> অর্থাৎ গোয়েন্দা গল্পের মূল আকর্ষণ শুধুমাত্র তার সাসপেন্স এবং বুদ্ধির খেলায়। রহস্য উন্মোচিত হয়ে গেলে কাহিনির কোন আকর্ষণ থাকে না, সুতরাং সাহিত্যের শাস্ত্রমূল্য গোয়েন্দা গল্পে নেই। উল্লাসিক সমালোচকদের অভিযোগের আরো একটি কারণ হল গোয়েন্দা গল্পের লেখকরা অন্য সাহিত্য লিখতে পারেন না, লিখলেও তাতে সফল হন না।

অভিযোগের প্রত্যুত্তরে অবশ্য বাংলা এবং বিশ্বসাহিত্যের একাধিক কৃতি সাহিত্যিকের দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে উল্লেখ করবো বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্র পরবর্তী সময়ের সবথেকে সফলতম সাহিত্যিক; বিস্ময়কর-বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কথা এবং তাঁর সৃষ্ট ব্যতিক্রমী গোয়েন্দা কাহিনির সিরিজ 'কাকাবাবু'র কথা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর বাংলা সাহিত্যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় একমাত্র লেখক, সাহিত্যের সমস্ত শাখায় যাঁর বর্ণনায় দর্পিত পরিক্রমা।

“তাঁর লেখনী বড়দের লেখায় যেমন গভীর ও স্বচ্ছন্দ, কিশোরদের জন্য তেমনই সহজ ও অনায়াস।”<sup>২</sup> সুনীল তাঁর মোহময় জাদুকরী কলমের ঝরঝরে গদ্যে কিশোর পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রায় দুশোটি ছোটগল্প এবং পঞ্চাশোর্ধ উপন্যাস লিখেছেন। প্রতিভাবান এই সাহিত্যিকের সাহিত্য জীবনের জনপ্রিয় এবং সফলতম সৃষ্টি কাকাবাবু-সম্ভার রহস্য অ্যাডভেঞ্চারধর্মী কাহিনিগুলি। ছোটদের পাশাপাশি বড়রাও এই কাহিনিগুলির দুর্দম্য পাঠক। বাংলা চলচ্চিত্রে যে কয়েকটি গোয়েন্দা চরিত্র নিয়ে সর্বাধিক ছায়াছবি নির্মিত হয়েছে তার মধ্যেও ‘কাকাবাবু’ অন্যতম।

কাকাবাবু অর্থাৎ রাজা রায়চৌধুরী একজন ব্যতিক্রমী গোয়েন্দা চরিত্র, কারণ তাঁর কাহিনিগুলি পড়া মাত্রই পাঠকের মনে সন্দেহ জাগে কাকাবাবু কি আদৌ গোয়েন্দা! কাকাবাবু তো নিজেই একাধিকবার বলেছেন – তিনি গোয়েন্দা নন। এমনকি ১৯৭১ সালে পূজাবার্ষিকী আনন্দমেলা পত্রিকায় ‘ভয়ংকর সুন্দর’ উপন্যাসে কাকাবাবু চরিত্রটির প্রথম আত্মপ্রকাশও একজন অ্যাডভেঞ্চারার রূপে। সেই গল্পে স্কুল পড়ুয়া ভাইপো সম্ভার সাথে কাকাবাবু পৌঁছে গিয়েছিলেন কাশ্মীরের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে দুঃসাহসী অভিযানে। উদ্দেশ্য ছিল সম্রাট কনিষ্কের প্রস্তর মূর্তির মস্তিষ্কের অংশটি আবিষ্কার করা। তাহলে কোন যুক্তিতে কাকাবাবুকে ‘গোয়েন্দা’ বলা যায়? ফারসি শব্দ ‘গোয়েন্দা’ বা ইংরেজি শব্দ ‘ডিটেকটিভ’-এর অর্থ হল তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন, জ্ঞানী, বিচক্ষণ, দক্ষ একজন ব্যক্তি, যাকে নিযুক্ত করা হয় কোনো অপরাধীকে ধরবার জন্য অথবা গোপন খবর জানবার জন্য। সার্থক গোয়েন্দার এই সবকটি ধর্মই কাকাবাবুর মধ্যে রয়েছে। কারণ কাকাবাবুর বুদ্ধিমত্তা, মেধা, সাহস, ক্ষুরধার মননশক্তি প্রশ্ণাতীত। তিনি কঠিন থেকে কঠিনতম রহস্য সমাধান করতে সক্ষম এবং সেই রহস্য সমাধানের সূত্রেই অধিকাংশ কাহিনি গিয়ে পৌঁছায় অপরাধী শনাক্তকরণে। কাকাবাবু সিরিজের প্রথম দিকের কিছু কাহিনি পুরোদস্তুর অ্যাডভেঞ্চারপ্রধান হলেও সিরিজের পরবর্তী একাধিক কাহিনিতে অ্যাডভেঞ্চারের পরিবর্তে রহস্যই হয়ে উঠেছে মূল বিষয়। ‘খালি জাহাজের রহস্য’ (১৯৮৪) থেকে কাকাবাবুর রহস্যপ্রধান উপন্যাসের সূচনা। অবশ্য রহস্যপ্রধান গল্পগুলিতেও লেগে ছিল দুঃসাহসিক অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ। ‘কাকাবাবু কি ডিটেকটিভ?’ - প্রবন্ধে অধ্যাপিকা সুমিতা চক্রবর্তী মন্তব্য করেছেন, “আভিধানিক অর্থে ‘ডিটেকটিভ’ অর্থাৎ অপরাধীকে সন্ধান করবার জন্য নিযুক্ত না হলেও এমন অনেক মানুষের সন্ধান গোয়েন্দা-সাহিত্যে পাওয়া যায় – যাঁরা বিভিন্ন ভাবে গোপন রহস্যের সমাধানে এগিয়ে আসেন। হতে পারে সেই রহস্যটি – হত্যাকারী কে? অথবা গুপ্তধন কোথায়? অথবা হাঁসেরা কেন এ-বছর নির্দিষ্ট সরোবরে নামল না? অথবা পর পর দু-জন বিজ্ঞানী কেন একই জায়গা থেকে নিরুদ্দিষ্ট হলেন? অথবা চালকহীন একটি লঞ্চ কেন জেটিতে এসে ঠেকল? বিশ্ব-সাহিত্যে এই সব জিজ্ঞাসার সমাধানে এগিয়ে আসা মানুষদের নিয়ে লেখা গল্পকে গোয়েন্দা-আখ্যানেরই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সেদিক থেকে সম্ভার কাকাবাবু রাজা রায়চৌধুরী নিশ্চয়ই ডিটেকটিভ। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশ নিজেকে বলত ‘সত্যাস্থেষী’। তারই কাছাকাছি একটি শব্দে আমরা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের রাজা রায়চৌধুরীকে

চিনে নিতে পারি — ‘রহস্য-অন্বেষী’। সেই রহস্যের অন্বেষণ প্রায়ই অপরাধী শনাক্তকরণ পর্যন্ত গড়ায়। কাজেই ডিটেকটিভ-ও তাঁকে বলাই যায়। কিন্তু একটু আলাদা ধরনের ডিটেকটিভ।<sup>১০</sup> সেক্ষেত্রে কাকাবাবুকে বলা যেতে পারে অ্যাডভেঞ্চার-গোয়েন্দা।

লেখক কেন কাকাবাবুকে সরাসরি গোয়েন্দা চরিত্র হিসেবে উপস্থাপিত করেননি সেই বিষয়ে দু-একটি কারণ অনুমান করা যেতে পারে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি কাকাবাবুর প্রথম উপন্যাস ‘ভয়ংকর সুন্দর’ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭১ সালে। বিংশ শতাব্দীর সত্তরের এই দশকে পশ্চিমবঙ্গের সমাজ ও রাজনীতিতে আলোড়ন তুলেছিল নকশাল আন্দোলন। এই আন্দোলন কলকাতার ছাত্র সংগঠনগুলোর ব্যাপক সমর্থন পেয়েছিল এবং নামকরা স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্রদের একটা বড় অংশ লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে এই বৈপ্লবীক অথবা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে অংশ নিয়েছিল। নকশালপন্থীদের কাছে সেই সময় ‘শ্রেণীশত্রু’ বলে বিবেচিত হয়েছিল অত্যাচারী ভূস্বামী, রাজনীতিবিদ, শিক্ষক, পুলিশ অফিসার, আরো অনেকে। পুলিশের গুপ্তচর, স্পাই বা ‘খোচড়’-দেরও তারা অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখতো। ‘খোচড়’ সন্দেহে বহু ব্যক্তিকে নিহত হতে হয়েছিল তাদের হাতে। নকশাল আন্দোলনকে পুরোপুরি সমর্থন করতে না পারলেও কিছুটা সহানুভূতির নজরে দেখেছিলেন সুনীল। এ বিষয়ে একটি বক্তব্যে তিনি জানিয়েছেন –

“আসলে নকশাল আন্দোলন যখন চলে তখন আমার একটু বয়স হয়ে গেছে। কিন্তু আমার মনে হত আমি যদি তখন কলেজের ছাত্র হতাম তবে আমিও নকশাল হতাম। কিন্তু এটাও ঠিক নকশালদের আমি সমালোচনাও করি। আমার মনে হত, চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান এই স্লোগানটা ঠিক নয়। মনে হত কনস্টেবল খুন করা ঠিক হচ্ছে না।”<sup>১১</sup>

হয়তো এই কারণেই লেখক কাকাবাবু চরিত্রটিকে পুলিশের সহযোগী গোয়েন্দা হিসেবে সৃষ্টি না করে স্বাধীন অ্যাডভেঞ্চারারের ভূমিকাতে তাঁকে অবতীর্ণ করেছিলেন। এছাড়া ব্যোমকেশ, পরাশর, কিরীটি, ফেলুদার মতো জনপ্রিয় গোয়েন্দাদের মাঝে কাকাবাবু পাঠকের কিছুটা স্বাদবদল ঘটাক এমনটাও হয়তো উদ্দেশ্য ছিল সুনীলের।

কাকাবাবুর চরিত্র নির্মাণে আরো কিছু ব্যতিক্রমী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন লেখক। যেমন প্রথম উপন্যাসে কাকাবাবুর আত্মপ্রকাশ পঞ্চাশোর্ধ মধ্যবয়স্ক পুরুষ হিসেবে। পূর্বে তিনি ভারত সরকারের উচ্চপদে চাকরি করতেন। তিনি ছিলেন ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধিকর্তা, আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া’র ডাইরেক্টর। সেই সূত্রে প্রত্নতত্ত্ব, প্রাচীন ইতিহাস, ভূতত্ত্ববিদ্যা, প্রাচীন পুথিপাঠ, প্রত্নতি বিষয়ে তাঁর অগাধ জ্ঞান। কিছুটা অনুমান, কিছুটা প্রমাণ, অনেকখানি অর্জিত বিদ্যার প্রয়োগ এবং উদ্ভিষ্ট উপাদানের খোঁজে বিভিন্নভাবে অনুসন্ধান চালানো ছিল তাঁর কাজের অঙ্গ। এই কাজ ছিল তাঁর মনের মতো এবং ভালোবাসার। এই কাজে তিনি এতই দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন এবং খ্যাতি অর্জন করেছিলেন যে, সরকারের বিভিন্ন মহলে, সর্বোচ্চ স্তরে সকলেই তাঁকে চিনতেন এবং অত্যন্ত সম্মান করতেন। বাংলা সাহিত্যের গোয়েন্দাদের এরূপ সরকারী চাকরি করার দৃষ্টান্ত বিরল। একবার কর্মসূত্রেই আফগানিস্তানের কাবুলের কাছাকাছি পাহাড়ি এলাকায় ভয়াবহ দুর্ঘটনায় কাকাবাবুর একটি পা নষ্ট হয়ে যায়। তারপর থেকে তিনি আর চাকরি করেন নি। সময়ের আগেই অবসর নিয়েছেন। ক্র্যাচ নিয়ে হাঁটেন। বাংলা সাহিত্যে চলচ্ছক্তিহীন তথা প্রতিবন্ধী গোয়েন্দার নির্মাণ আর কোনো সাহিত্যিকই করেননি। বিশ্ব সাহিত্য যদিও দু-একটি উদাহরণ পাওয়া যায়, যেমন - আরনেস্ট ব্রামার দৃষ্টিশক্তিহীন গোয়েন্দা ম্যাক্স ক্যারাদস, রেক্স স্টাউটের চলচ্ছক্তিহীন গোয়েন্দা নিরো উল্ফ; কিন্তু এঁরা সকলেই আর্মচেয়ার গোয়েন্দা। অর্থাৎ এঁরা খুব বেশি দৌড়াদৌড়ি না করে কতকটা ঘরোয়া পরিবেশে বসে গভীর লোকচরিত্রজ্ঞান ও সূক্ষ্ম বুদ্ধির সাহায্যে রহস্যের সমাধান করেন। কিন্তু কাকাবাবু সেরকমটা নন। জটিল সব রহস্যের সমাধানে দুর্গম পরিবেশে সরাসরি অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়াই তাঁর ধর্ম। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কেন হঠাৎ একজন প্রতিবন্ধী চরিত্রকে অ্যাডভেঞ্চারার গোয়েন্দা হিসেবে উপস্থাপনা করলেন? আসলে এই ব্যতিক্রমী প্রয়োগের পিছনে রয়েছে লেখকের জীবনবোধ এবং দরদী মন। ‘কাকাবাবু সমগ্র ১’ গ্রন্থের ভূমিকা অংশে সুনীল লিখেছেন—

“একবার আমি একজন খোঁড়া মানুষকে খুব উঁচু পাহাড়ে উঠতে দেখেছিলাম। তাঁর যেন একটুও কষ্ট হচ্ছিল না। তখন আমি ছোট, সস্তুরই বয়েসী। সেই মানুষটিকে দেখে বুঝতে পেরেছিলাম, অসাধারণ তাঁর মনের জোর, আর এরকম মনের জোর থাকলে মানুষ যে-কোনো বাধাকেই জয় করতে পারে।”<sup>৫</sup>

গল্পের কাকাবাবুও ঠিক এরকমই। যেকোনো কঠিন পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করতে তিনি সদা প্রস্তুত। প্রবল মনের জোর তথা দৃঢ় মানসিকতার বৈশিষ্ট্যটি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সৃষ্ট একাধিক চরিত্রে খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'আত্মপ্রকাশে'র নায়ক সুনীলও এই প্রবল মানসিক শক্তিকে পুঁজি করে কলকাতার বুকে দাঁপিয়ে বেড়াতে চেয়েছিল। আসলে ব্যক্তি সুনীলের মানসিক গঠনটিও এরকমই। ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা, দেশভাগ, পূর্ববঙ্গের সঙ্গে নিবিড় যোগ ছিল হওয়া, সংসারে নিদারুণ অনটন, কঠিন জীবন সংগ্রামের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সুনীল অর্জন করেছিল মানসিক দৃঢ়তা, বেঁচে থাকার প্রবল তাড়না। এই সংকটের মুহূর্ত তাঁকে দিয়েছিল 'সেই পরম মন্ত্র' –

“আমাকে বাঁচতে না দিলে এ পৃথিবীও আর বাঁচবে না।”<sup>৬</sup>

ব্যক্তি সুনীলের প্রবল মনের জোরের দৃষ্টান্ত পাই তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুদের বিভিন্ন স্মৃতিচারণায়, যেমন কবি শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বন্ধুত্ব' নামক রচনায় লিখেছেন, -

“শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে এক মধ্যরাতের ঘটনায় এবং ধলভূমগড়ে অন্য এক মধ্যরাতের ঘটনায় সুনীল যে সাহস দেখিয়েছিল, তাতে ও খুন হতে পারত। শ্যামবাজারের মোড়ে এক অনিচ্ছুক ট্যাক্সি ড্রাইভারকে সুনীল থাপ্পড় মারে। সে দলবল নিয়ে ফিরে আসে, এবং আমাদের প্রচণ্ড প্রহার করে। আমি, সুনীল, উৎপল আর শক্তি ছিলাম। প্রহারের বেশির ভাগটাই আমার উপর পড়েছিল। যার ফলে আমি এক তরকারির দোকানে শাকপাতার মধ্যে পড়ে যাই। একটু পরে দোকানি আমার চিবুকে রক্ত দেখে বোরোলিন নিয়ে শুষ্কতা করতে আসে। হঠাৎ সুনীলের গর্জন শুনতে পাই, খবরদার, ওর গায়ে হাত দেবে না।”<sup>৭</sup>

এছাড়া প্রতিবন্ধী মানুষের জীবন যন্ত্রণা, সুবিধা-অসুবিধা, মানসিক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সমাজের অবজ্ঞাপূর্ণ ব্যবহার অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে কাকাবাবুর গল্পগুলোয় ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক, যা তাঁর সূক্ষ্ম সমাজদৃষ্টির পরিচয়ক। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে ‘খালি জাহাজের রহস্য’ উপন্যাসের এই দৃশ্যটি –

“পাটাতনের সিঁড়ি দিয়ে সন্ত লঞ্চে উঠে গেল সহজেই। বিমানেরও কোনও অসুবিধে হল না মুশকিল হল কাকাবাবুকে নিয়ে। অত সরা পাটাতনের ওপর ত্র্যাচ ফেলা মুশকিল, তার ওপর আবার এক হাতে বাঁশের রেলিং ধরে ব্যালাঙ্গ রাখতে হবে। একটু এদিক-ওদিক হলেই নীচের জলকাদার মধ্যে ধপাস।

কাকাবাবু কী করে ওঠেন, সেটা দেখার জন্য একদল যাত্রী ডেকের ওপর ভিড় করে এল। যেন এটা একটা মজার ব্যাপার।

কাকাবাবু পাটাতনের ওপর এক পা দিয়ে একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর ত্র্যাচ দুটো লঞ্চে ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, ‘সন্ত, ধরা!’

এবারে তিনি এক পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে সেই সিঁড়ি দিয়ে চলে এলেন। একদল যাত্রী হাততালি দিয়ে উঠল। যেন এটা একটা সার্কাসের খেলা।”<sup>৮</sup>

কিংবা ‘উল্কা রহস্য’ উপন্যাসে সস্তুর হাঁটুতে দারুন চোট লাগার পর যখন তার পা হাঁটু থেকে কেটে বাদ দেওয়া সম্ভাবনা দেখা দেয়, তখন বজ্রকঠিন কাকাবাবুর, -

“দু’ চোখ জলে ভরে গেল। তিনি অসহায়ভাবে বললেন, ‘সন্ত! সন্ত খোঁড়া হয়ে যাবে? আমার মতন?’”<sup>৯</sup>

এবং পরে যখন অপারেশন ছাড়াই সস্তুর পায়ের চিকিৎসা সম্ভব হয় তখন কাকাবাবু, যিনি কোন অবস্থাতেই উদভ্রান্ত বা দিশেহারা হন না তিনিও খুব লজ্জিতভাবে স্বীকার করেন –

“জীবনে আমি অনেক বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি, কিন্তু এবারের মতন ভয় পাইনি কোনওবার। আমি খোঁড়া মানুষ, সন্ত আমার অঙ্গের যষ্টি। আমি খোঁড়া, সন্তও যদি সারাজীবনের মতন খোঁড়া হয়ে

যেত ... তা হলে ... তা হলে ... আমার দাদা-বউদির কাছে মুখ দেখাতাম কী করে? তা হলে আমি  
আত্মহত্যা করতাম’।”<sup>১০</sup>

বলা বাহুল্য পাঠক মনে প্রতিবন্ধী মানুষদের প্রতি শ্রদ্ধা-সমবেদনা জাগিয়ে তুলতেও এই কাহিনিগুলির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

রাজা রায়চৌধুরীর চরিত্রের একটি দুর্লভ বৈশিষ্ট্য হল স্থাপত্য, শিল্পসৌন্দর্য এবং প্রাকৃতিক রূপ অনুভব করার ক্ষমতা। অত্যন্ত বিপদের মুহূর্তেও তিনি আকাশ, অরণ্য, পর্বত, সমুদ্রের গভীরতা মনের মধ্যে গ্রহণ করতে পারেন। যখন সীতাকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে রাবণ, রামচন্দ্র শোকাভিভূত; তখনও রামচন্দ্র পম্পা সরোবরের সৌন্দর্যের প্রতি মুগ্ধ বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন— এই প্রসঙ্গটি একাধিকবার কাকাবাবুর মুখে শোনা যায়। বোঝা যায় কবি সুনীলের প্রভাব এক্ষেত্রে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রকে প্রভাবিত করেছে। কাকাবাবুর আরও একটি গুণ হল মনের প্রসন্নতা এবং রসবোধ। কিছু কিছু বিষয়ে কাকাবাবু অত্যন্ত সিরিয়াস স্বভাবের হলেও বয়সে ছোট সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে এমনকি প্রতিপক্ষ চরিত্রের সঙ্গেও হাসি-মস্করা করতে পারেন তিনি। প্রতিপক্ষের গোপন সংস্কারে আঘাত হেনে তাঁকে মানসিকভাবে দুর্বল করে দেবার আশ্চর্য ক্ষমতা রয়েছে কাকাবাবুর, যেমন - ‘কাকাবাবু বনাম মূর্তিচোর’ ছোটগল্পে ভগলু নামের একজন মূর্তি পাচারকারী কাকাবাবুর কাছে ধরা পড়বার ভয়ে যখন খাবার খাওয়া এঁটো হাতেই দুস্ত্রাপ্য একটি মদনমোহন মূর্তি নদীতে ফেলে দিতে যায় তখন,

“কাকাবাবু চোঁচিয়ে বলে উঠলেন, - ‘ভগলু, ভগলু, তুমি এঁটো হাতে ঐ মূর্তি ধরলে? জাগ্রত ঠাকুর, তুমি জানো না, অপবিত্র হাতে ছুলে সেই হাতে কুষ্ঠ হয়।’

ভগলু বলে উঠলো, ‘অ্যাঁ?’

সঙ্গে সঙ্গে তার হাত থেকে সেই মূর্তিটা খসে পড়ে গেল মাটিতে।

আর ঠিক তার সঙ্গেই একটা গুলির শব্দ হলো!”<sup>১১</sup>

গোলাগুলির প্রসঙ্গ ধরেই বলা যায় ‘খুন’ গোয়েন্দা গল্পে খুব সাধারণ একটি বিষয়। কিন্তু কাকাবাবুর কাহিনিগুলিতে হত্যার বর্ণনা নেই বললেই চলে। অযথা খুন-জখম করে কিশোর মনকে বিষিয়ে দিতে চাননি লেখক। গোয়েন্দা গল্পে পেশাদার গোয়েন্দারা যেহেতু অধিকাংশ সময় পারিবারিক রহস্যের সমাধান করেন তাই তাঁদের কাজের জায়গাও হয় কোন শহর বা মফস্বল কিংবা গ্রাম্য এলাকা। কিন্তু কাকাবাবুর গল্পে পারিবারিক অপরাধের তেমন জায়গা নেই। তাঁর কাহিনিতে আন্তর্জাতিক অপরাধচক্রের উল্লেখ থাকে। তাই তাঁর গল্পের শেষে অনেক ক্ষেত্রেই একা কোনো অপরাধী নয় বরং একটা গোটা দল ধরা পড়ে। তাঁর গল্পে অপরাধগুলি সংঘটিত হয় দুর্গম নানা স্থানে এবং কাকাবাবুকে সেই সব জায়গায় গিয়ে অপরাধ দমন করতে হয়। তাই তিনি অ্যাডভেঞ্চার-গোয়েন্দা। তাঁর গল্পে সেই অর্থে মক্কেলদের উপস্থিতি বা ভূমিকা নেই। অবশ্য কয়েকটি কাহিনিতে কাকাবাবু পরিচিত মানুষের অনুরোধে কোনো রহস্য সমাধানের ভার নিয়েছেন বটে, কিন্তু সেসব কেসেও বজায় থেকেছে কাকাবাবু স্বাধীন ইচ্ছা। অনুরোধকারীর সাথে কোনোরকম আর্থিক লেনদেনের বেড়াজালে কাকাবাবু জড়াননি, তবে তাই বলে যে কাকাবাবুর দায়বদ্ধতার প্রতি প্রশ্ন তোলা যাবে এমন কাজও তিনি করেননি। রহস্য উন্মোচন হয়ে গেলে গোয়েন্দা কাহিনির আর কোনো মূল্য থাকে না - সমালোচকের এই অভিযোগও কাকাবাবুর গল্পে খাটে না, কারণ কাকাবাবুর উপন্যাসগুলোয় অনেক সময় অপরাধীর পরিচয় আগে থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়। এখানে গল্পের মুখ্য আকর্ষণ হয়ে ওঠে কাকাবাবুর হার না মানা মানসিকতা, ইতিবাচক জীবনবোধ, মানুষকে ভালবাসা, সুস্থ মূল্যবোধের প্রতি আস্থা, ঘুমন্ত বিবেকবোধকে জাগ্রত করার চেষ্টা। কাকাবাবু সর্বদাই মানবিক ও সামাজিক দায়ে জাগ্রত, তাই দুষ্টির দমন অনিবার্য হয়ে পড়লেও আইন হাতে তুলে নিয়ে কাউকে চরম শাস্তি তিনি দেন না, বরং বহুক্ষেত্রেই অপরাধীকে ক্ষমা করে দেন তিনি।

গোয়েন্দা গল্পে দ্বিতীয় সবথেকে উল্লেখযোগ্য চরিত্র হল সহকারী চরিত্র। কাকাবাবুর প্রধান সহকারী তাঁর ভাইপো সুনন্দ রায়চৌধুরী ওরফে সন্তু। কাকাবাবুর প্রথম উপন্যাসে সে ছিল অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র এবং শেষ উপন্যাস ‘গোলকধাঁধায় কাকাবাবু’ পর্যন্ত তাকে কলেজ পড়ুয়া হিসেবে দেখানো হয়েছে। এক্ষেত্রে কাকাবাবুর কাহিনিগুলির সময় প্রবাহকে floating

timeline বলা যায়, যেহেতু এখানে চারপাশের সময় এগিয়ে চললেও চরিত্রগুলির বয়স রহস্যজনক ভাবে খুব অল্প পরিমানেই বেড়েছে। কাকাবাবুর সহকারী সন্তু বুদ্ধি এবং দৈহিক শক্তিতে অন্যান্য গোয়েন্দা গল্পের সহকারী চরিত্রদের থেকে অনেক এগিয়ে। ‘জঙ্গলগড়ের চাবি’, ‘উল্কা রহস্য’, ‘কাকাবাবু হেরে গেলেন’, ‘সন্তু ও এক টুকরো চাঁদ’ প্রভৃতি একাধিক উপন্যাসে কাকাবাবুর সাথে পাশাপাশি সন্তু নিজেই রহস্যের সমাধান করতে এগিয়ে এসেছে, অনেক ক্ষেত্রে সফলও হয়েছে। শক্তিশালী প্রতিপক্ষের সাথে লড়াই করে তাকে কাবু করে ফেলতেও সে সিদ্ধহস্ত। ক্যারাটে করা, সাঁতার কাটা, ঘোড়া চালানো, বন্দুক চালানো, মাউন্টেনিয়ারিং-এর মত একাধিক বিদ্যাতে সে পারদর্শী। এতসব গুণের অধিকারী বলেই কাকাবাবুর পাশে তাকে একটুও ফিকে মনে হয় না।

গোয়েন্দা চরিত্রদের প্রায়শই পরিবার বিচ্ছিন্ন মানুষরূপে দেখানো হয়। গোয়েন্দা আর তাঁর সহকারী চরিত্র — এদের নিয়েই যেন তাঁদের ক্ষুদ্র সংসার। এ বিষয়েও ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির প্রমাণ দিয়েছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। কাকাবাবু চরিত্রটিকে একটি পারিবারিক ব্যক্তিত্ব রূপে উপস্থাপিত করেছেন তিনি। রাজা রায়চৌধুরী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। তাঁদের পরিবারের বসবাস দক্ষিণ কলকাতায় গড়িয়াহাট-ভবানীপুরের মাঝামাঝি। তাঁর দাদা, যিনি সন্তুর বাবা, কলকাতার জীবনবিমা সংস্থায় বড় চাকরি করেন। তাঁর স্ত্রী আছেন, একটি ছেলে সন্তু, সন্তবত দুই মেয়ে, যারা সন্তুর চেয়ে বয়েসে বড়ো। তাদের গাড়ি নেই, কিন্তু যে কোনও সময় ট্যাক্সিতে চড়তে পারে। কাকাবাবু অত্যন্ত দায়িত্বশীল এবং স্নেহপ্রবণ ব্যক্তি। বিশেষ করে ভাইপো সন্তুকে তিনি গভীরভাবে ভালোবাসেন। সন্তুর বন্ধুদের প্রতিও তাঁর স্বাভাবিক স্নেহ আছে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে আছে সুসম্পর্ক। সন্তুর বাবা-মাও রাজাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন এবং সন্তুকে বিপদে-আপদে সর্বদা কাকাবাবুর পাশে থাকার নির্দেশ দেন। সন্তু এবং তার বন্ধু-বান্ধবদের মনেও কাকাবাবু সম্পর্কে রয়েছে স্বাভাবিক শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভালোবাসা। কর্মজীবনে যাঁদের সাথে কাকাবাবুর বিশেষ বন্ধুত্ব হয়েছিল তাঁদের অনেকের সাথেই পরবর্তীতে কাকাবাবুর বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ থেকেছে। এই সকল অপ্রধান চরিত্রগুলিকে একাধিক কাহিনিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা যায়। চরিত্রগুলি প্রত্যেকেই একে অপরের সাথে মানবিক সম্পর্কের মূল্যবোধে জড়িত। মানবিক আচরণ-ব্যবহার, ন্যায়পরায়ণতা, সততা, শিষ্টাচার প্রভৃতি দুর্লভ বৈশিষ্ট্য এই চরিত্রগুলি কাকাবাবু সিরিজের কাহিনিগুলিকে অনন্য মূল্য দান করে।

সবশেষে বলা যায় গোয়েন্দা সাহিত্য আসলে বাস্তবেরই প্রতিফলন। অপ্রাপ্তি, অন্যায্য প্রত্যাশা, হিংসা, বঞ্চনা, প্রতিশোধম্পৃহা — এইসব প্রবণতা, মানুষের নিগুঢ় মনস্তত্ত্বের প্রকাশ থাকে যে গোয়েন্দা গল্পে তা কখনোই অসাহিত্যিক নয়। কাকাবাবু সিরিজের কাহিনিগুলোতেও সমাজের মধ্যে মিশে থাকা অপরাধ, প্রতিশোধম্পৃহা এবং লালসার বিবিধ চালচিত্র ফুটে উঠেছে। কিন্তু সেসব ছাড়িয়ে এই সিরিজের পাঠকের কাছে প্রধান আকর্ষণবিন্দু হয়ে উঠেছে নায়ক চরিত্র কাকাবাবুর ব্যক্তিত্ব, ন্যায়-নিষ্ঠা, দেশপ্রীতি, হত্যাবিরোধী মানসিকতা, স্নেহপ্রবণতা, অদম্য মনোবল, প্রবল সাহস, অ্যাডভেঞ্চারপ্রীতি — সবকিছুই। কাকাবাবু এমন একজন মানুষ যিনি শুধু নিজের ভালো নয় বরং সমগ্র সমাজের জন্য বৃহত্তর কোন ভালোকে ঘটিয়ে তোলার প্রবণতা লালন করেন হৃদয়ে। আজকের স্বার্থপর, বস্তুবাদী, উন্নতিকামী সমাজে তিনি তাই একজন ব্যতিক্রমী পুরুষ। নবীন কিশোর পাঠক পাঠিকাদের সামনে এরকম একজন আদর্শবাদী, অনুকরণযোগ্য চরিত্রকে দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থিত করাই হয়তো সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্যতম অভিপ্রায় ছিল। সুতরাং আপাত নিরীহ এই পৃথিবীর অন্তরালে ঘটে চলা অন্তহীন রহস্য ঘনিষ্ঠরূপে ঘোষণাকারী গোয়েন্দাগল্প হিসেবে শুধু নয়, বরং তারও গভীরে আরও গভীর এক জীবনদর্শন, আরও বলিষ্ঠ এক আদর্শের রূপকার হিসেবে এবং ভিন্ন ধরনের রচনারীতির গুণে বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের ধারায় কাকাবাবু সিরিজের কাহিনিগুলি অনন্য এবং ব্যতিক্রমী উদাহরণ হয়ে থাকবে।

## Reference:

১. ভাদুড়ী, পিনাকী. (১৪২০). বাংলা গোয়েন্দা কাহিনি : একটি যথাসাধ্য খতিয়ান. কোরক. প্রাক শারদ সংখ্যা. পৃ. ৯
২. ঘাটী, রতনতনু. (২০১৩). তাঁর কিশোর সাহিত্য বৈচিত্র্যে ভাস্বর. বইয়ের দেশ. এবিপি প্রাঃ লিমিটেড. পৃ. ৮৪
৩. চক্রবর্তী, সুমিতা. (১৪২০). কাকাবাবু কি ডিটেকটিভ?, কোরক. প্রাক শারদ সংখ্যা. পৃ. ২৩১
৪. দে, সুভাষ. (২০০৭). রবীন্দ্রনাথ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং তিন জোড়া লাঠি. বলাকা. ১৬ বর্ষ, ২৬ সংখ্যা।

- 
৫. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল. (১৯৯৩). ভূমিকা. *কাকাবাবু সমগ্র* ১. আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড।
  ৬. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল. (১৯৯২). সাবধান. *কবিতা সমগ্র* ১. আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড. পৃ. ৬৪
  ৭. মুখোপাধ্যায়, শরৎকুমার. (২০১৩). সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বন্ধুত্ব. *শতমুখে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়*. সাহিত্যম. পৃ. ৬৮-৬৯
  ৮. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল. (১৯৯৩). খালি জাহাজের রহস্য, *কাকাবাবু সমগ্র* ১. আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড. পৃ. ৩২৪
  ৯. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল. (১৯৯৪). উল্কা রহস্য. *কাকাবাবু সমগ্র* ৩. আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড. পৃ. ২০১
  ১০. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল. (১৯৯৪). উল্কা রহস্য. *কাকাবাবু সমগ্র* ৩. আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড. পৃ. ২১১
  ১১. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল. (১৯৯৬). কাকাবাবু বনাম মূর্তিচোর. *ছোটদের বাছাই গল্প*. রূপায়ণী. পৃ. ২০